সমকাল

তারিখ 18 OCT 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

অধিভুক্ত সাত কলেজ

টনক নড়ুক বিশ্ববিদ্যালয়ের

ঢাকার তিতুমীর কলেজের ছাত্র সিদ্দিকুর রহমানের চোখ হারানোর মর্মন্তুদ ঘটনাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়াতে পারছে না কেন, সে প্রশ্ন সঙ্গত। পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও নতুন পরীক্ষার রুটিন প্রদানসহ কয়েকটি দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ এলাকায় সাতটি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন ২০ জুলাই। তারপর দুই মাস ২০ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। অতি কাছ থেকে পুলিশের নিক্ষিপ্ত কাঁদানে গ্যাসের শেলে দৃষ্টি হারানো সিদ্দিকুর রহমানের দেশের বাইরে চিকিৎসার দায়িত্ব নেয় সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি অর্জনের আগেই তাকে চাকরিও প্রদান করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এসবই ক্ষতিপূরণমূলক পদক্ষেপ এবং সেটা একান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ের। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাওয়া সাতটি কলেজকে নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা দ্রুত নিরসনের যে দাবিতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষ ছেড়ে রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার এখনও সুরাহা হয়নি। রোববার তারা ফের নিলক্ষেত-নিউমার্কেট এলাকায় রাজপথ অবরোধ করে দাবি জানান– স্নাতক চতুর্থ বর্ষের ফল প্রকাশসহ পাঁচ দফা দাবি মানতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধিভুক্ত সাতটি কলেজের ফল প্রকাশ ও অন্যান্য দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস প্রদান করায় শিক্ষার্থীরা তাদের আন্দোলন কর্মসূচি ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করেছেন। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় সমাসীন প্রতিষ্ঠানটির সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে নড়চড় হবে না, এটাই আমরা বিশ্বাস করতে চাই। কেন আট মাসেও এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা হচ্ছে না? সংশ্লিষ্ট সাতটি কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তরফে দুটি বিষয় বলা হচ্ছে– এক, রাজধানীর সাতটি গুরুত্বপূর্ণ কলেজ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার 'ক্ষোভ' থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে সহযোগিতা করছে না। তারা অনুসরণ করছে 'ধীরে চলো' কৌশল। দ্বিতীয়ত, দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের 'আত্মসম্মানবোধের সমস্যা'। দুই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব কাজ করছে, এমন রটনাও রয়েছে। এ ধরনের মনোভাব যদি সত্যই থেকে থাকে, সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেতনার সঙ্গে আদৌ যায় না। আমরা আশা করব, দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সবার ওপরে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ– এটা তো শিক্ষকদের মুখ থেকে সর্বদা উচ্চারিত হয়। মুখের কথা ও অন্তরের বারতায় মিল ঘটুক, যা বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে মুক্তি দেবে শিক্ষা জীবনের চরম অনিশ্চয়তা থেকে।